

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রাক-প্রকাশনা

তারিখ,....., ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/....., ২০০৯/খ্রিস্টাব্দ

এস, আর ও নং.....আইন/২০০৯।- যেহেতু পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২১, ধারা ৪৮ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (পানি সংযোগ ও পানি অভিকর) বিধিমালা, ২০০৯ জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ; এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক প্রত্যেক পানি অভিকর, পয়ঃ অভিকর এবং বৃষ্টি-পানি নিষ্কাশন অভিকর কার্যকর হওয়ার তারিখের অনূন ত্রিশ দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবার বিধান রহিয়াছে ;

সেহেতু সরকার প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (পানি সংযোগ ও পানি অভিকর) বিধিমালার মাধ্যমে কতিপয় ক্ষেত্রে ফিস, পানি অভিকর, ইত্যাদি কার্যকর করিবার প্রস্তাব করিতেছে। প্রস্তাবিত বিধিমালার মাধ্যমে আরোপিত অভিকর বিষয়ে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এমন সকল ব্যক্তিদের অবগতির জন্য উক্ত আইন এর ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক আরোপিত অভিকর প্রাক-প্রকাশ করিয়া এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা হইল যে, খসড়া বিধিমালাটি গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পর উহা চূড়ান্তভাবে জারী করিবার জন্য বিবেচনা করা হইবে। প্রস্তাবিত বিধিমালার মাধ্যমে আরোপিত অভিকর সম্পর্কে উপরি-উক্ত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে সরকার তাহা বিবেচনা করিবে।

প্রস্তাবিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (পানি সংযোগ ও পানি অভিকর), বিধিমালা, ২০০৯

- ১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।-** (১) এই বিধিমালা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (পানি সংযোগ ও পানি অভিকর) বিধিমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) ইহা ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা ২(খ) ও ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সকল পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
- ২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -
- (ক) “আইন” অর্থ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);
- (খ) “ইমারত” অর্থ মনুষ্য বসবাস, পশুর আশ্রয়ণ অথবা যে কোন প্রকার সম্পদ সংরক্ষণার্থে নির্মিত বা কোন ধাতবাংশ দ্বারা বেষ্টিত অবকাঠামো;
- (গ) “ওয়াটার মেইন” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ও সংরক্ষিত পানি সরবরাহ লাইন;
- (ঘ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের জন্য আইনের অধীন গঠিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ;
- (ঙ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;
- (চ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;
- (ছ) “ধারা” অর্থ আইনের কোন ধারা;
- (জ) “নির্ধারিত হার” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পানি অভিকর এবং অন্যান্য কর, ফিস ও জামানত;
- (ঝ) “পানির সংযোগ” অর্থ কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রদত্ত পানির সংযোগ;
- (ঞ) “প্রধান প্রকৌশলী” অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী;
- (ট) “প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা” অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা;
- (ঠ) “প্লাম্বিং সিস্টেম” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত পানির লাইন;
- (ড) “ফরম” অর্থ তফসিলের কোন ফরম;
- (ঢ) “ব্যাক-ফ্লো” অর্থ উদ্দিষ্ট উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে পানি অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ মিশ্রণ অথবা পদার্থের প্রবাহ পানির সরবরাহ লাইনে প্রবেশ ;
- (ণ) “হোল্ডিং” অর্থ বিধি ৩ এ শ্রেণী বিন্যাসকৃত কোন হোল্ডিং ;
- (ত) “হোল্ডিং এর মালিক” অর্থ কোন হোল্ডিং এর মালিক এবং মালিক ব্যতীত মালিকের আইন সম্মত কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ আইনসম্মতভাবে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।
- ৩। **হোল্ডিংয়ের শ্রেণী বিন্যাস।-**(১) কর্তৃপক্ষ পানির ব্যবহারের ধরন বিবেচনায় উহার অধিক্ষেত্রের হোল্ডিংসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী বিন্যাস করিতে পারিবে, যথা :-

(ক) আবাসিক : সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বাসস্থান অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠান অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা অবকাঠামোর উক্তরূপে ব্যবহৃত অংশ আবাসিক বা সামাজিক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে ;

(খ) বাণিজ্যিক : সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন বাণিজ্যিক পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়, বিপণন বা মুনাফা অর্জিত হয় এমন যে কোন বা সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ভবন অথবা সরকারী দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত কোন ভবন বা অবকাঠামোর উক্তরূপে ব্যবহার বাণিজ্যিক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে ;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান : সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে কোন উৎপাদন, মূল্য-সংযোজন প্রক্রিয়াকরণের কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে ।

(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের সহিত আলোচনাপূর্বক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাস্তার কল, অগ্নি নির্বাপক হাইড্রেন্ট, সরকারী উদ্যান ও বাগান, সরকার কর্তৃক কর্তৃপক্ষের রাজস্বের ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে, পানির অভিকর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে ।

(৩) কোন হোল্ডিংয়ের দ্বৈত বা বহুবিধ শ্রেণীর পানির ব্যবহারের মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা প্রতি শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য ভিন্ন সংযোগ প্রদান অথবা বিদ্যমান সংযোগের পানির ব্যবহারের শ্রেণীভিত্তিক হারাহার নির্ধারণ করিতে পারিবেন ।

৪। পানির সংযোগ গ্রহণের আবেদন।- (১) পানির সংযোগ গ্রহণের জন্য কোন হোল্ডিং এর মালিক ফরম- ১ এ আবেদন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, হোল্ডিং এর মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে তাহাকে হোল্ডিং এর মালিকের নিকট হইতে আইনসম্মত ক্ষমতাপত্র আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে ।

(২) এই বিধিমালার কপি ও আবেদন ফরম প্রধান প্রকৌশলী এবং কর্তৃপক্ষের মড্‌স জোনসমূহ হইতে নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করা যাইবে এবং কর্তৃপক্ষ সময় সময় আদেশ দ্বারা বিধিমালার কপি ও ফরমের মূল্য নির্ধারণ করিবে ।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিল ও তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা :

(ক) যে হোল্ডিং এ পানির সংযোগের জন্য আবেদন করা হইতেছে সেই হোল্ডিং এর মালিকানার প্রমাণসহ ইমারত নকশা ও সাইট প্ল্যান;

(খ) উক্ত হোল্ডিং এ বিদ্যমান অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রস্তাবিত প্লাম্বিং সিস্টেম;

(গ) কোন ফায়ার হাইড্রান্ট, পার্ক বা বাগানের ক্ষেত্রে, সাইট প্ল্যানসহ, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত প্লাম্বিং সিস্টেম ।

(৪) পানির সংযোগ প্রদানের পূর্বে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত সাইট প্ল্যান ও প্লাম্বিং সিস্টেম প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে কোন প্লাম্বিং সিস্টেম স্থাপিত হইয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলীর পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক বিদ্যমান প্লাম্বিং সিস্টেমে কোনরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করিলে এবং তাহা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, তদ্রূপ পরিবর্তন ব্যতীত কোন সংযোগের অনুমতি দেওয়া হইবে না ।

(৫) প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত যে কোন বা সকল দলিল উহা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন ।

(৬) জনস্বার্থ বিবেচনাপূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন মড্‌স জোনসমূহ বা অন্য কোন স্থানে আবেদনপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।

৫। **অনুমতিপূর্ব পরিদর্শন।-** (১) বিধি ৪ এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃপক্ষের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রস্তাবিত পানি সংযোগের স্থান ও স্থাপনা, পানি সরবরাহ লাইন, প্লাস্টিং সিস্টেম, সাইট প্ল্যান এবং বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির প্রাপ্যতা ইত্যাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষার মাধ্যমে পানির সংযোগ প্রদানের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করিবেন।

(২) আবেদনপত্র দাখিলের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পরিদর্শন ও পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণে উক্ত ত্রিশ দিন সময়ে পরিদর্শন ও পরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, পরিদর্শন কর্মকর্তা উক্তরূপ ব্যর্থতার যথাযথ কারণ লিখিতভাবে প্রধান প্রকৌশলীকে জানাইবেন এবং প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি এই সময় আরও ত্রিশ দিন বর্ধিত করিতে পারিবেন। বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন ও পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবেন।

৬। **পানি ও পয়ঃ লাইনের ব্যবধান।-** (১) পয়ঃ ও পানির লাইন পৃথক থাকিবে এবং এই দুই লাইনের মধ্যে সমান্তরালে অন্ততঃ দশ ফুট এবং উলম্বিক অন্ততঃ এক ফুট ব্যবধান থাকিবে।

(২) যদি হোল্ডিং এর অবস্থানগত কারণে পয়ঃ লাইন ও পানির লাইনের মধ্যে উপ-বিধি (১) বর্ণিত সামান্তরিক দশ ফুট ব্যবধান কোনভাবেই রাখা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পয়ঃ ও পানির লাইনের মধ্যে উলম্বিক দুই ফুটের ব্যবধান রাখিয়া সামান্তরালে দশ ফুটের কম ব্যবধানে লাইন দুইটি স্থাপন করা যাইতে পারে।

(৩) পয়ঃ লাইন অবশ্যই পানির লাইনের নীচে বসাইতে হইবে, কোনক্রমেই পয়ঃ ও পানির লাইন একই পরিখায় বসানো যাইবে না।

(৪) পয়ঃ ও পানির লাইন একে অপরকে ক্রস করিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপ ক্রসিং কোনভাবেই এড়ানো যায় না, সেক্ষেত্রে, প্রধান প্রকৌশলী প্রস্তাবিত প্ল্যান পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজনানুযায়ী, পানির লাইন স্থাপন বিষয়ে তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

৭। **পানির সংযোগ প্রদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।-** (১) বিধি ৫ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে, পানির সংযোগ প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবেন।

(২) সংযোগের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করিবার সময় প্রত্যাখ্যানের কারণও আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৩) সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, বিধি ৮ এর অধীন সংযোগ ফী, পানির সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ-ফিটিংস এর বিবরণ এবং অন্য কোন শর্ত, যদি থাকে, লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে।

(৪) প্রধান প্রকৌশলী কোন হোল্ডিং এ অনধিক ১" ব্যাসের পাইপে পানি সংযোগ অনুমোদন করিতে পারিবেন এবং তদূর্ধ্ব ব্যাসের পাইপে পানি সংযোগ প্রদান আবশ্যিক হইলে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পূর্বনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **সংযোগ ফী, ইত্যাদি**।- (১) বিধি ৭ এর অধীন কোন আবেদনকারীর হোল্ডিং এ পানির সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্ত আবেদনকারীকে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফী এবং বিধি ৯ এর অধীন নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।

৯। **নিরাপত্তা জামানত**।- (১) কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সংযোগ প্রদানের পূর্বে একজন আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত জমা দিতে হইবে :-

সংযোগের আকার	টাকার পরিমাণ		
	আবাসিক/সামাজিক সংযোগ	বাণিজ্যিক সংযোগ	শিল্প সংযোগ
৩/৪"	৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	২০,০০০.০০
১"	৭,৫০০.০০	২২,০০০.০০	২৫,০০০.০০
১ ১/২"	১০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	৩২,০০০.০০
২"	১২,৫০০.০০	৩৭,৫০০.০০	৪০,০০০.০০
৩"	১৫,০০০.০০	৪৫,০০০.০০	৪৭,০০০.০০
৪"	১৭,৫০০.০০	৫২,৫০০.০০	৫৫,৫০০.০০
৬"	২০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৬৫,০০০.০০

(২) কোন কারণে সংযোগ সমর্পণ করা হইলে নিরাপত্তা জামানতের টাকা সুদবিহীন ফেরৎ দেওয়া হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীর নিকট কর্তৃপক্ষের কোন পাওনা নিরাপত্তা জামানত হইতে কর্তন করিয়া রাখিবার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ জামানতের অর্থ একটি পৃথক ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৪) জামানতের হার মুদ্রাস্ফীতি এবং অভিকরের হারের আলোকে প্রতি ৫ বৎসরে একবার পর্যালোচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) প্রত্যেক জামানত প্রদানকারীর অনুকূলে জামানতের অর্থের রশিদ প্রদান করা হইবে।

১০। **সংযোগ পাইপ স্থাপন ও ব্যয়**।- (১) প্রতিটি পানির সংযোগের ক্ষেত্রে সরবরাহ লাইনের পাইপের ব্যাস বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশানুসারে হোল্ডিং এর সুবিধাজনক স্থানে মিটার চেম্বার স্থাপন করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র ওয়াটার মেইন হইতে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এর মিটার চেম্বার পর্যন্ত সার্ভিস লাইন দেওয়া হইবে।

(৩) সকল সংযোগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানের পাইপ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) ফ্ল্যাট সমৃদ্ধ হোল্ডিং এর এক বা একাধিক বা সকল ফ্ল্যাটের জন্য ওয়াটার মেইন হইতে পৃথক সংযোগ গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) পানির পাইপ ফিটিংস সংগ্রহ ও উহার স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় আবেদনকারীকে বহন করিতে হইবে।

১১। **সংযোগ ফী, ইত্যাদি পরিশোধ।**- (১) বিধি ৭ এর অধীন সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে বিধি ৮ এর অধীন নির্ধারিত সংযোগ ফী নিরাপত্তা জামানত এবং অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে, জমা দিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফী ও চার্জ, যদি থাকে, জমা দিতে ব্যর্থ হইলে আবেদনকারীর অনুকূলে পানির সংযোগদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করা যাইতে পারে।

১২। **সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধিকরণ।**- (১) সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর নিকট ফরম-২ এ আবেদন করা যাইবে এবং এইরূপ আবেদন করা হইলে বিধি (৫) এ নির্ধারিত পন্থায় পরিদর্শনান্তে প্রধান প্রকৌশলী আবেদন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(২) সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর করা হইলে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ বিধি ৮, ৯ ও ১০ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান পানি সংযোগের অভিকরসহ কর্তৃপক্ষের অন্যান্য অভিকর বকেয়া থাকিলে এইরূপ স্থানান্তর কিংবা আকার পরিবর্তন করা হইবে না।

১৩। **পানির মিটার।**- (১) মিটার স্থাপন ব্যতীত কোন হোল্ডিংয়ে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ফ্ল্যাটে পানির সংযোগ দেওয়া হইবে না।

(২) প্রতিটি সংযোগের জন্য আবেদনকারীকে নিজ ব্যয়ে মিটার স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) মিটারের আকার প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং কোন হোল্ডিংয়ে নূতন ভবন নির্মাণ করা হইলে, উক্ত হোল্ডিং এ বিদ্যমান সংযোগের বকেয়া পানি অভিকরসহ অন্যান্য অভিকর পরিশোধ না করা পর্যন্ত নূতন সংযোগ দেওয়া হইবে না।

১৪। **অস্থায়ী সংযোগ।**- (১) এই বিধিমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সংযোগের আকার অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফী পরিশোধ সাপেক্ষে, অনুর্ধ্ব এক মাস সময়ের জন্য মিটারবিহীন পানির অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাইতে পারে :

(২) সাধারণভাবে ১" এর অধিক ব্যাসের অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, প্রদর্শনী এবং অন্য কোন প্রয়োজনে প্রধান প্রকৌশলী অধিক ব্যাসের অস্থায়ী সংযোগ প্রদান বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, কোন নির্মাণাধীন স্থাপনার ক্ষেত্রে, উক্তরূপ নির্মাণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য মিটারবিহীন অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন সংযোগের ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে, অধিক ব্যাসের অস্থায়ী সংযোগ দিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্মাণ কাজের সম্পন্নকৃত অংশ, উহা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য হইলে, উক্ত সম্পন্নকৃত অংশের জন্য মিটার স্থাপন করিতে হইবে এবং স্থাপনার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ মিটারবিহীন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

(৫) এই বিধির কোন বিধান কোন অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে, মিটার স্থাপন বারিত করিবে না।

১৫। **পানির অভিকর।-(১)** ধারা-৩ এর অধীনে কোন কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যমান পানি অভিকরের হার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত না হইয়া থাকিলে, পানির উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বিনিয়োগ, পরিচালন ও উৎপাদন ব্যয় বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পানির অভিকর নির্ধারণ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই অভিকর পানির উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বিনিয়োগ, পরিচালন ও উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মুদ্রাস্ফীতির কারণে পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত ব্যয় বহনের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, উক্ত অভিকর বা চার্জ প্রতি অর্থ বৎসরে একবার অনধিক পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত সমন্বয় করিতে পারিবে।

(৩) পাঁচ শতাংশের অধিক মুদ্রাস্ফীতিজনিত অথবা অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণে কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে, উক্তরূপ ব্যয় মিটানোর জন্য সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, কর্তৃপক্ষকে উহার অভিকর বা চার্জের হার বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পানির অভিকর কার্যকর হইবার ত্রিশ দিন পূর্বে তাহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গণমাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে।

১৬। **মিটারবিহীন সংযোগের পানির অভিকর।-(১)** বিধি ১৪ অনুসারে প্রদত্ত প্রতিটি মিটারবিহীন অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগ পাইপের ব্যাস অনুসারে নির্ধারিত হারে পানির অভিকর আরোপিত হইবে।

(২) এক মাসের কম সময়ের জন্য কোন অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া হইলে উহার জন্যও পূর্ণমাসের অভিকর পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) কোন হোল্ডিংয়ের নির্মাণাধীন স্থাপনার নির্মাণ কাজের সম্পন্নকৃত অংশ, উহা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য হইলে, উক্ত নির্মাণ সমাপ্ত অংশের পানির অভিকর নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এর মালিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বা তাহার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিবেন।

(৪) উপ বিধি (৩) অধীন আবেদন করা হউক বা না হউক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কিংবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্তরূপ ব্যবহারযোগ্য হইবার পনের দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের ব্যবহারযোগ্য অংশের জন্য পানির অভিকর আরোপের উদ্দেশ্যে সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন এবং পানির ব্যবহার নিরূপণ করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পানি অভিকর আরোপ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে আরোপিত পানির অভিকর সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ পূর্বে স্থাপিত অস্থায়ী সংযোগের জন্য আরোপিত পানি অভিকরের অতিরিক্ত হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, অস্থায়ী সংযোগ মিটারযুক্ত হইলে উপ-বিধি (৩) ও (৪) প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) ফায়ার হাইড্রেন্ট ও রাস্তার কল, সরকারী উদ্যান ও বাগানে পানির জন্য সরকার এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে পানির অভিকর আরোপিত হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্যান্য- (ক) আবাসিক বা সামাজিক উদ্দেশ্যে, মিটারবিহীন পানির ব্যবহার সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ বসবাসকারী লোক সংখ্যার দৈনিক মাথাপিছু ১৫০ লিটার হারে ন্যূনতম ৯০০ লিঃ নিরূপিত হইবে; (খ) আবাসিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক পানির ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপিত হইবে, যাহা দৈনিক ১০০০ লিটারের নিম্নে হইবে না।

(৭) বিধি ১৩ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে যে সকল হোল্ডিংয়ে মিটারবিহীন পানির সংযোগ বিদ্যমান ছিল, সে সকল হোল্ডিংয়ে পরবর্তী এক বৎসর সময়ের মধ্যে মিটার স্থাপন করিতে হইবে; এই ক্ষেত্রে মিটার স্থাপনের পর হইতে মিটার রিডিং ভিত্তিতে পানির বিল নির্ধারণ করা হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এইরূপ তিন মাসের গড় মিটার রিডিং ভিত্তিতে পূর্বতন বিলসমূহ সংশোধন করা যাইবে।

১৭। **মিটারযুক্ত সংযোগের পানির অভিকর।-** (১) কোন হোল্ডিং এ স্থাপিত প্রতিটি মিটারের রিডিং এর ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত হারে পানির অভিকর বিল জারী করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন মিটার পানির খরচ রেকর্ড করিতে ব্যর্থ হইবে, সেক্ষেত্রে হোল্ডিংয়ের মালিক, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার পূর্বানুমোদনক্রমে, অবিলম্বে উহা মেরামত অথবা প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করিবেন এবং উক্তরূপ মেরামত বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পূর্বের তিন মাসের মিটার রিডিংয়ের গড়ের ভিত্তিতে পানির অভিকর বিল জারী করা হইবে।

(৩) পূর্ববর্তী তিন মাসের রিডিংয়ের গড় পানির খরচ অযৌক্তিকভাবে হোল্ডিংয়ের কাঠামো বা পানির ব্যবহারের মাত্রা বা বসবাসকারী জনসংখ্যার তুলনায় কম বিবেচিত হইলে, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নূতন মিটার স্থাপন পরবর্তী তিন মাসের রিডিংয়ের গড়ে পূর্বের বিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রতিটি হোল্ডিং এ স্থাপিত মিটারের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিক দায়ী থাকিবেন।

(৫) কোন হোল্ডিং এর মালিক মিটার টেস্টিং, মেরামত বা, ক্ষেত্রমত, নূতন মিটার সরবরাহ ও উহার স্থাপন ব্যয় বহন করিবেন।

(৬) পানি অভিকর ফাঁকির উদ্দেশ্যে মিটারে কোনরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপ (temper) প্রমাণিত হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা আইন ও এই বিধিমালায় অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণসহ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবহৃত পানির অভিকর আদায়ের ব্যবস্থা নিবেন।

(৭) মিটার চুরি যাওয়ার ক্ষেত্রে মালিক সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার দায়ের করিতে পারেন এবং মামলাটি তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় এজাহার এর প্রত্যায়িত কপি সহ পরবর্তী মিটার ক্রয় করিয়া উহা স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বা রাজস্ব কর্মকর্তার বরাবরে মিটার চুরি যাওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, থানায় রেকর্ডকৃত সাধারণ ডায়রী (general dairy) এই বিধির উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৮। **বস্তিতে পানি সংযোগ ও পানির অভিকর আরোপ।-** (১) এই বিধিমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচন বিবেচনায় বস্তিতে পানির সংযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন বস্তিতে প্রদত্ত পানির সংযোগের ফিস, অন্যান্য ব্যয় এবং অভিকরের হার কোনক্রমেই আবাসিক হারের অধিক হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, বস্তির পানির অভিকর আবাসিক বা সামাজিক অভিকরের হার অপেক্ষা কম হারে নির্ধারণ করিতে পারিবে।



(৩) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে পানি সংযোগের জন্য স্থানীয় সহায়ক সংগঠন অতঃপর এই বিধিতে উক্ত সংগঠন বলিয়া উল্লেখিত, সরাসরি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত সংগঠন এর বরাবরে সংযোগ প্রদান করিবে এবং উক্ত সংগঠন নিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষকে পানি অভিকর প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বস্তি উচ্ছেদ করিয়া কোন উন্নয়ন কাজ করিতে চাহিলে উক্ত বস্তিতে প্রদত্ত পানি সংযোগের স্থাপন ব্যয় ও বকেয়া অভিকর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে জমির মালিক সরাসরি পানি সংযোগের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংযোগ প্রদান করা হইবে এবং মালিক যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবেন।

(৫) ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে জমির মালিক সংযোগ গ্রহণে অপারগ হইলে উক্ত সংগঠন, মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি আবেদন করিতে পারিবে এবং যথানিয়মে সংযোগ প্রদান করা হইবে। উক্ত সংগঠন কর্তৃপক্ষকে যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে। মালিক বস্তি উচ্ছেদ করিয়া জমিতে উন্নয়ন বা নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে মালিক পানি সংযোগের স্থাপন ব্যয় এবং বকেয়া অভিকর প্রদান করিবেন।

(৬) মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত নহে এমন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে উক্ত সংগঠন পানি সংযোগের আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে সংযোগ প্রদান করিবে এবং উক্ত সংগঠন যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর জমির মালিক বস্তি উচ্ছেদ করিয়া কোন নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে মালিক পানির সংযোগ স্থাপন ব্যয় ও বকেয়া অভিকর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) উক্ত সংগঠন বস্তির অভ্যন্তরে পানি বিতরণ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং ওয়ার্ড সেনিটেশন টান্স ফোর্স উহার কর্মকাণ্ড মনিটর করিবে।

(৮) এই বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন কোন বস্তিতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ভূমি মালিকানার প্রমাণপত্র (দলিল দস্তাবেজ, ইত্যাদি) প্রদর্শন করিয়া এককভাবে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার নামে পানি সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ কল্পে বস্তিবাসীদের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ভর্তুকি প্রদান অথবা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট হইতে সাহায্য লইয়া প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সংযোগ খরচ নির্বাহ করিতে পারিবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারী সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট হইতে এইরূপ পানি সরবরাহে এবং অভিকর আদায়ে সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১১) এই ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠনকে ফরম ৩ এ আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন অনুমোদনের পর ফরম ৪ এ কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

১৯। **পানির বিল পরিশোধ**।- (১) বিধি ১৬, ১৭ এবং ১৮ এর অধীনে আরোপিত পানির অভিকর এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর ও চার্জ বিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত ব্যাংকের মাধ্যমে হোল্ডিংয়ের মালিক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন আরোপিত পানির অভিকর এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (পয়ঃ সংযোগ ও পয়ঃ অভিকর) বিধিমালা, ২০০৯ এর অধীন আরোপিত পয়ঃ অভিকর একই বিলে দাবী ও আদায় করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বকেয়া বিল আদায় করার ক্ষেত্রে গ্রাহকের আবেদন মোতাবেক একাধিক মাসিক কিস্তিতে বিল পরিশোধ করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোন হোল্ডিংয়ের মালিক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পানির বিল পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে অধিকতর সারচার্জসহ বিল পরিশোধ করিতে পারিবেন, যথা :

প্রদেয় তারিখের পরিবর্তে সময়	অধিকরের হার
১ম মাসের মধ্যে	মূল বিলের ৫%
২য় মাসের মধ্যে	মূল বিলের ১০%
৩য় মাসের মধ্যে	মূল বিলের ১৫%

(৪) ১৫% অধিকরসহ বিল পরিশোধের তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী দিন হইতে অপরিশোধিত বিল বকেয়া হিসাবে গণ্য হইবে এবং ঐদিন হইতে বকেয়া পরিশোধের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ দিতে হইবে এবং নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হইলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বকেয়া আদায়ের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, গ্রাহকের আবেদনক্রমে সারচার্জ ব্যতিত বিল পরিশোধের অনুমতি কিংবা সময় বর্ধিত করিয়া দিতে পারিবে।

(৫) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ পানি সরবরাহের জন্য প্রিপেইড মিটার প্রবর্তন করিতে পারিবে।

(৬) যে সকল এলাকায় ড্রেনেজ (নিষ্কাশন) ব্যবস্থার সুবিধাদি বিদ্যমান থাকিবে সে সকল এলাকার গ্রাহকের মোট পানির বিলের উপর কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত ড্রেনেজ চার্জ ধার্য করা যাইবে।

২০। **কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কাহারও পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।-** (১) কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন এলাকায় সুপেয় পানি সংগ্রহ, শোধন, পাম্পিং, সঞ্চয় বা সরবরাহ করিবার অথবা পয়ঃ সংগ্রহ, পাম্পিং ও পরিশোধনের জন্য কোন সুবিধাদি নির্মাণ বা সংরক্ষণ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ উহার পানি সরবরাহ বা পয়ঃ নিষ্কাশন করিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, কোন ব্যক্তিকে, তাহার আবেদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তে এবং নিম্নোক্ত চার্জ প্রদানে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সুবিধাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে :

গভীর নলকূপের ব্যাস (মিঃমিঃ)	অনুমতি ফী (টাকায়)			বাৎসরিক নবায়ন ফী (টাকায়)		
	আবাসিক/ সামাজিক	বাণিজ্যিক	শিল্প	আবাসিক/ সামাজিক	বাণিজ্যিক	শিল্প
৫০ মিঃ মিঃ ও ৭৫ মিঃ মিঃ	৮০,০০০	১,৫০,০০০	১,৭৫,০০০	৫০,০০০	৭৫,০০০	১,০০,০০০
১০০ মিঃ মিঃ	১,৪০,০০০	৩,০০,০০০	৩,২৫,০০০	১,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৭৫,০০০
১৫০ মিঃ মিঃ	২,২০,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৭৫,০০০	১,২০,০০০	২,২০,০০০	২,৪০,০০০
২০০ মিঃ মিঃ	অনুমতি প্রদান করা হয় না	অনুমতি প্রদান করা হয় না	অনুমতি প্রদান করা হয় না	১,৫০,০০০ *	২,৫০,০০০ *	২,৭০,০০০ *

\* ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার তারিখে উক্তরূপে সুবিধাদি বিদ্যমান থাকে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত তারিখ হইতে ছয় মাস পর্যন্ত উহা চালু থাকিবে এবং তৎপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও চার্জ প্রদানে উহা চালু রাখা যাইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে উহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় বিদ্যমান পানি সরবরাহ সংক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন সুবিধাদি বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্ত্বেও, সরকার ঢাকা ওয়াসা ব্যতীত অন্যান্য ওয়াসার ক্ষেত্রে, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ভিন্নরূপ অনুমতি ফিস ও উহা নবায়ন ফিস নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষ উহার এখতিয়ারাধীন যে সব এলাকায় পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক বিদ্যমান নাই সেইসব এলাকায় পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানিক মালিকানায় গভীর নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুমতি ফী এবং নবায়ন ফী আদায় করিবে।

২১। **ক্রটিসমূহ নিরসন।-(১)** যখনই সার্ভিস লাইনের প্লাসিং সিস্টেম ক্রটিযুক্ত, অসন্তোষজনক অথবা এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন এইগুলিকে পরিদর্শন এবং পরীক্ষণ করিতে হইবে এবং উদ্ঘাটিত যে কোন ক্রটি মালিকের দৃষ্টিগোচরে আনা হইবে যিনি প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রটিসমূহ মেরামত বা সংশোধন করিবেন।

২২। **ছিদ্র দ্বারা পানির ক্ষরণ এবং অপচয়।-** মিটার বিহীন সংযোগে যখনই কোন ছিদ্র দ্বারা পানি ক্ষরণ, উপচানো অথবা অন্য কোন ক্রটি এবং মিটারযুক্ত সংযোগের ক্ষেত্রে, প্লাসিং সিস্টেমে কোন ক্রটি পানির অপচয় ঘটায় অথবা সরবরাহে কোন বিঘ্নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তার নজরে আসে তখন মালিককে নির্দিষ্ট সময় দিয়া ক্রটি সংশোধন বা মেরামতের নোটিশ দিতে হইবে।

২৩। **সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।-(১)** কোন ব্যক্তি পানির অবৈধ সংযোগ লইবেন না বা কাহাকেও লইতে সহায়তা করিবেন না ; উক্তরূপ অবৈধ সংযোগ এই বিধিমালার লঙ্ঘন এবং আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং প্রধান প্রকৌশলী, বা ক্ষেত্রমত, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এই বিধিমালার বিধান অনুসরণক্রমে যে কোন অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

**ব্যাখ্যা-** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে গৃহীত সংযোগ অথবা অনুমোদন অনুসারে যথাযথভাবে নির্মিত নহে এমন সংযোগ অবৈধ সংযোগ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) নিম্নে বর্ণিত যে কোন কারণে কোন হোল্ডিংয়ের মালিককে নোটিশ প্রদান পূর্বক কর্তৃপক্ষ যে কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে অথবা যে কোন হোল্ডিংয়ের পানি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে, যথা :

(ক) যদি কোন হোল্ডিং বা মালিক বিধি ১৯ ও ২০ অনুসারে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন ;

(খ) যদি মালিক কর্তৃপক্ষের পানির অভিকর অথবা অন্য কোন পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন ;

(গ) যদি মালিক এই বিধিমালার পরিপন্থী কোন পন্থায় সার্ভিস লাইনে হস্তক্ষেপ করেন, ক্ষতিসাধন করেন, পরিবর্তন ঘটান অথবা কোন পন্থায় উহা বিকৃত করেন ;

(ঘ) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী, কোন পরীক্ষণ অথবা সংযোগ ট্যাপ সমূহ পরিদর্শন অথবা হোল্ডিংয়ের প্লাসিং সিস্টেমের কোন লাগোয়া সরঞ্জামাদি পরিদর্শন, অভিকর আরোপ মূল্যায়ন অথবা মিটার রিডিং এর জন্য হোল্ডিংয়ে প্রবেশে মালিক কর্তৃক বাধা দেওয়া হয় কিংবা প্রত্যাখ্যাত হয় ;

(ঙ) যদি ভূ-গর্ভস্থ রিজার্ভার হইতে পানি চুঁয়ায় অথবা উপচায় সার্ভিস পাইপে বা প্লাস্টিং সিস্টেম হইতে পানি চুঁয়ায় অথবা সার্ভিস লাইন বা প্লাস্টিং সিস্টেম এই বিধিমালা অনুসারে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা না হয়।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) ও (খ) অনুসারে যে কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পূর্বে বা পানি সরবরাহ বন্ধ করিবার পূর্বে মালিককে ত্রিশ দিনের এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে দশ দিনের লিখিত পূর্ব নোটিশ দিতে হইবে।

২৪। পুনঃ সংযোগ।- প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশক্রমে প্লাস্টিং সিস্টেমের ত্রুটি সংশোধনের পর অথবা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নির্দেশ পালনের পর পুনঃ সংযোগের জন্য আবেদন করা যাইবে এবং উক্তরূপ আবেদন করা হইলে, ক্ষেত্রমতে, নিম্নরূপ পুনঃ সংযোগ ফী সহ পানির বকেয়া অভিকর ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হইলে, প্রধান প্রকৌশলী পুনঃ সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দিবেন :

পুনঃ সংযোগ ফী :

ক্রমিক নং	শ্রেণী	টাকার পরিমাণ
১	আবাসিক/সামাজিক	১,০০০/-
২	বাণিজ্যিক	২,০০০/-
৩	শিল্প	২,৫০০/-

২৫। অবৈধ সংযোগ বৈধকরণ।- ব্যবস্থাপনা পরিচালক অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীর নিকট হইতে ১৯৯৬ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৫২ অনুসারে অর্থ দণ্ড আদায়সহ যে পানির লাইন হইতে অবৈধ সংযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা কমিশনের তারিখ অথবা যে তারিখে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ে নির্মাণ কাজ শুরু হইয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে পরের তারিখ হইতে কার্যকর করিয়া উক্ত সময়ে প্রযোজ্য নির্ধারিত হারে অভিকর আদায়পূর্বক সংযোগ নিয়মিত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উক্তরূপ নির্দেশের ক্ষেত্রে একটি নূতন সংযোগ প্রদানের আবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হইবে এবং গ্রাহকের খরচে সংযোগস্থল খুঁড়িয়া মূল পানির লাইনে গৃহীত সংযোগের ব্যাস, কারিগরীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হইতে হইবে।

২৬। পানির উৎপাদন ও সরবরাহ পার্থক্য নিরূপণ।-(১) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক যৌথভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর মোট পানির উৎপাদন ও উৎপাদনের বিপরীতে প্রকৃত বিল জারী পরীক্ষা করিয়া হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ নির্ণয় এবং কী কারণে উক্তরূপ পানি হিসাব বহির্ভূত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক উহা নিয়মিত বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরূপ হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ হ্রাসে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদন Under billing চিহ্নিত হইলে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব পরিদর্শক বা, ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রতি বছর হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ ২% হারে হ্রাস করিয়া আগামী দশ বৎসরের মধ্যে উহা ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনিতে হইবে।

২৭। লঙ্ঘন করার নোটিশ।- আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধিমালার বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, লঙ্ঘনের নোটিশ নিবন্ধনকৃত ডাকে অথবা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কর্মচারী দ্বারা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিক বরাবরে জারী করিতে হইবে।

২৮। অপসংযোগ চিহ্নিতকরণ।- (১) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারী যদি অসাধুভাবে কোন কাজ করিয়া বা করা হইতে বেআইনীভাবে বিরত থাকিয়া আইনের অধীন এমন কোন অপরাধ করিবার জন্য সাহায্য করেন বা করিবার

- সুযোগ করিয়া দেন যাহা প্রতিরোধ করা বা উদঘাটন করা অথবা উক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করা তাহার দায়িত্ব ছিল, তাহা হইলে উক্ত কর্মচারী উক্ত অপরাধ কবিরার বিষয়ে অপসহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
- ২৯। **বর্জ্য পানি নিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ**।- কোন হোল্ডিংয়ের বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের এবং নির্গমনের পর্যাপ্ত কার্যকর ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কোন পানি সংযোগের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।
- ৩০। **ভিন্ন উৎস হইতে সংযোগ প্রদান নিষিদ্ধ**।- কর্তৃপক্ষের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বহির্ভূত কোন উৎস হইতে পানি সংযোগ গ্রহণের অনুমতি কোনক্রমেই দেওয়া হইবে না।
- ৩১। **পানি সরবরাহ পাইপ এবং নর্দমা প্রণালীর মধ্যে সংযোগ নিষিদ্ধ**।- কর্তৃপক্ষের পানি সরবরাহ পাইপ এবং নর্দমা অথবা নির্গমন পাইপের মধ্যে দিয়া পানির সংযোগের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।
- ৩২। **অনিয়মিত পানি সরবরাহ**।- প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোন কারণে পানি সরবরাহে বিঘ্নের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাইবে না। কিন্তু যথাশীঘ্র সম্ভব পানি সরবরাহ পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।
- ৩৩। **বকেয়া আদায়**।-(১) এই বিধিমালার অধীনে কোন ব্যক্তির নিকট বকেয়া পাওনা Public Demand Recovery, Act, 1913 এর অধীনে সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এর পরিপন্থী নহে এইরূপ পদ্ধতিতে সরকার বকেয়া অভিকর আদায়ের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি ফ্রোকী পরোয়ানা জারীপূর্বক অথবা স্থাবর সম্পত্তি সংযুক্তি পরোয়ানা জারী করিয়া বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৩) কর্তৃপক্ষের যে কর্মকর্তা অথবা কর্মকর্তাগণ উপ-বিধি (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহাকে বা তাহাদিগকে সরকার গেজেটের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া সুনির্দিষ্ট করিবেন।
- (৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপ-বিধি (২) এর ক্ষমতা প্রয়োগের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।
- ৩৪। **মালিকানা হস্তান্তরের নোটিশ**।- (১) যখনই কোন ভবন এবং উহার ভিত্তিমূলের ভূমির মালিকানা হস্তান্তর হইবে, হস্তান্তর দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনের তিন মাসের মধ্যে উক্তরূপ হস্তান্তরের লিখিত নোটিশ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবেন।
- (২) যে কোন অভিকর পরিশোধের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে পূর্বোক্তরূপে পর্যাপ্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেন, তাহা হইলে হস্তান্তরের নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ সম্পত্তির অভিকর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন।
- (৩) এই বিধির কোন কিছুই হস্তান্তর গ্রহীতা হইতে অভিকরের বকেয়া আদায়ে কর্তৃপক্ষকে বারিত করিবে না।
- ৩৫। **উত্তরাধিকারের নোটিশ**।- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন জমি অথবা ভবনের মালিক উক্তরূপ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে লিখিত নোটিশ দ্বারা বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।
- ৩৬। **রহিতকরণ, ইত্যাদি**।- (১) ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে 'Dhaka/Chittagong Water Supply & Sewerage Authority (Water Connection and Levy of Water Rate) Rules-1966, অতঃপর পূর্বতন বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রয়োগ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বতন বিধিমালার অধীন অনিষ্পন্ন সকল বিষয় এই বিধিমালার অধীন অনিষ্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধান অনুসারে উহা নিষ্পন্ন হইবে।

(৩) চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) প্রযোজ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে পূর্বতন বিধিমালার প্রয়োগ রহিত হইবে এবং উপ-বিধি (২) এর বিধান, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল  
ফরম-১  
(বিধি-৪ দ্রষ্টব্য)

**পানির সংযোগ গ্রহণের জন্য আবেদন**

১ম অংশ

আবেদনকারী পূরণ করিবেন

প্রধান প্রকৌশলী

..... পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।

জনাব,

আমি নিম্নবর্ণিত হোল্ডিংয়ে পানির সংযোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করিতেছি এবং সংযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি :

**০১। আবেদনকারীর তথ্য।**

- (ক) নাম :
- (খ) পিতা/স্বামীর নাম :
- (গ) মাতার নাম :
- (ঘ) ঠিকানা :  
স্থায়ী :  
বর্তমান :
- (ঙ) আবেদনকারী হোল্ডিংয়ের প্রকৃত মালিক না হইলে -
- (ক) প্রকৃত মালিকের নাম :  
(খ) পিতা/স্বামীর নাম :  
(গ) ঠিকানা :  
(ঘ) আবেদনকারীর সহিত সম্পর্ক।

(আবেদনকারী প্রকৃত মালিকের আইন সম্মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিংবা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ আইনসম্মত বসবাসকারী হইলে তদসমর্থনে দলিল সংযোজন করিতে হইবে)।

**০২। প্রার্থিত সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য -**

- (ক) হোল্ডিং নম্বর :  
(খ) ঠিকানা :  
(গ) হোল্ডিংএ মোট জমির পরিমাণ :  
(খ) ভবন সংক্রান্ত তথ্য :

(১) বিদ্যমান ভবনের তথ্য :

ভবন নং	পিছ এরিয়া	পাকা ভবনের ক্ষেত্রে		কাঁচা/আধাপাকা কক্ষ সংখ্যা	নির্মাণ কাল	বিদ্যমান সংযোগ সাইজ	সংযোগ উদ্দেশ্য (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/শিল্প)	ধরণ (স্থায়ী / অস্থায়ী)
		তলার সংখ্যা	ফ্ল্যাট সংখ্যা					

(২) সংযোগ প্রার্থীত ভবনের তথ্য :

ভবন নং	পিছ এরিয়া	পাকা ভবনের ক্ষেত্রে		কাঁচা/আধাপাকা কক্ষ সংখ্যা	নির্মাণ কাল	বিদ্যমান সংযোগ সাইজ	সংযোগ উদ্দেশ্য (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/শিল্প)	ধরণ স্থায়ী / অস্থায়ী
		তলার সংখ্যা	ফ্ল্যাট সংখ্যা					

(৩) অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

ভবন নম্বর	ভূমির পরিমাণ	নির্মাণ কাজ শুরুর তারিখ	প্রার্থীত সংযোগ সাইজ	নির্মাণাধীন ভবন ব্যবহারের উদ্দেশ্য

(ঙ) যে রোড/সড়ক হতে সংযোগ দেওয়া হইবে তাহার নাম :

(চ) অগ্নি নির্বাপক, রাস্তার কল, সরকারী উদ্যান, গণ গোসলখানা, গণ শৌচাগার, জাতীয় সম্মেলন কেন্দ্র, ইত্যাদি :

(I) সংযোগ স্থানের বর্ণনা :

(II) প্রার্থীত ব্যাস :

(III) প্রার্থীত সময়কাল :

০৩। প্লাম্বার তথ্য :

প্লাম্বারের নাম :

লাইসেন্স নং :

ইস্যুর তারিখ :

০৪। যে রাস্তা অথবা সড়ক হইতে সংযোগ দেওয়া যাইবে তাহার নাম :-

০৫। সংযোগ প্রদানের পূর্বে অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হোল্ডিং এর বার্ষিক মূল্যায়ন করা হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

(ক) মূল্যায়নের বছর :

(খ) নির্ধারিত অংক :

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এবং তদধীন প্রণীত পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (পানি সংযোগ ও পানি অভিকর) বিধিমালা, ২০০৯ এর সকল বিধান সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি এবং এতদসম্পর্কিত সকল বিধি-বিধানসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিষয়ে সময় সময় আরোপিত সকল শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

ঢাকা। .. .... ২০.....

(দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর)

\* অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

## ২য় অংশ

### পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়

#### পরিদর্শন প্রতিবেদন :

- (১) পরিদর্শনের তারিখ :
- (২) যে ওয়াটার মেইন হইতে প্রস্তাবিত মিটার চেম্বারের দূরত্ব :
- (৩) ওয়াটার মেইন যেখানে অবস্থিত :
- (৪) ওয়াটার মেইনে বিদ্যমান চাপ :
- (৫) রাস্তার ..... মেইনের স্তর হইতে চৌবাচ্চার আকার, প্রকৃতি ও উচ্চতা :
- (৬) পরিদর্শন কর্মকর্তার সুপারিশকৃত সংযোগ পাইপের ব্যাস :
- (৭) প্রার্থিত ব্যাস অপেক্ষা কম/বেশী ব্যাসের পাইপ সুপারিশ করা হইলে উহার কারণ :
- (৮) বিদ্যমান হোল্ডিংয়ে কোন পানির সংযোগ আছে কি-না, থাকিলে উহার বিবরণ :
- (৯) পরিদর্শন কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট মতামত :

\* (প্রয়োজনবোধে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

পরিদর্শন কর্মকর্তার

স্বাক্ষর :

সীল :



৩য় অংশ

**রাজস্ব কর্মকর্তার ছাড়পত্র**

আবেদনকারী জনাব/বেগম ..... এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রার্থীত হোল্ডিং নম্বরে আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প শ্রেণীর পানির সংযোগ প্রদানে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হইল / হইল না।

তাহার নিকট কর্তৃপক্ষের পাওনা অপরিশোধিত নাই/ নিম্নোক্ত পাওনাসমূহ অপরিশোধিত রহিয়াছে :

১.

২.

৩.

**রাজস্ব কর্মকর্তার**

স্বাক্ষর :

সীল :

- অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

৪র্থ অংশ

নির্বাহী প্রকৌশলী / ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন

(ক) নিম্নোক্ত হোল্ডিংএ পানির স্থায়ী/অস্থায়ী সংযোগ প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হইল :

(১) হোল্ডিং নং :

(২) সংযোগের উদ্দেশ্য :

(৩) সংযোগের আকার :

(৪) অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগের সময়কাল :

(খ) নিম্নোক্ত কারণে তাঁহার আবেদনপত্রটি বিবেচনা করা গেল না।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

নির্বাহী প্রকৌশলীর :

স্বাক্ষর :

সীল :

- অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

ফরম-২

(বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)

সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধির জন্য আবেদন

০১। আবেদনকারীর তথ্য

(ক) নাম :

(খ) পিতা/স্বামীর নাম :

(গ) মাতার নাম :

(ঘ) ঠিকানা :

স্থায়ী :

বর্তমান :

(ঙ) আবেদনকারী হোল্ডিংয়ের প্রকৃত মালিক না হইলে

(ক) প্রকৃত মালিকের নাম :

(খ) পিতা / স্বামীর নাম :

(গ) ঠিকানা :

(ঘ) আবেদনকারীর সহিত সম্পর্ক।

(আবেদনকারী প্রকৃত মালিকের আইনসম্মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিংবা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ আইনসম্মত বসবাসকারীর হইলে তদুসমর্থনে দলিল সংযোজন করিতে হইবে।)

০২। প্রার্থীত সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য।

(ক) হোল্ডিং নম্বর :

(খ) ঠিকানা :

(গ) হোল্ডিংএ মোট জমির পরিমাণ :

(ঘ) ভবন সংক্রান্ত তথ্য :

(১) স্থানান্তরের ক্ষেত্রে :

ভবন নং	প্লট এরিয়া	পাকা ভবনের ক্ষেত্রে		কাঁচা/আধাপাকা কক্ষ সংখ্যা	নির্মাণ কাল	বিদ্যমান সংযোগ সাইজ	সংযোগ উদ্দেশ্য (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/শিল্প)	ধরণ (স্থায়ী/অস্থায়ী)	যেখানে স্থানান্তর হইবে
		তলার সংখ্যা	ফ্ল্যাট সংখ্যা						

(২) আকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে :

ভবন নং	প্লট এরিয়া	পাকা ভবনের ক্ষেত্রে		কাঁচা/আধাপাকা কক্ষ সংখ্যা	নির্মাণ কাল	বিদ্যমান সংযোগ সাইজ	সংযোগ উদ্দেশ্য (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/শিল্প)	ধরণ (স্থায়ী/ অস্থায়ী)	প্রার্থীত সাইজ (ব্যাস)
		তলার সংখ্যা	ফ্ল্যাট সংখ্যা						

ফরম-৩

(বিধি ১৮ দ্রষ্টব্য)

**বস্তি এলাকায় পানি সরবরাহ লাইন স্থাপনের আবেদন**

- (১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম :
- (২) রেজিস্ট্রেশন নম্বর :
- (৩) ঠিকানা :
- (৪) বস্তি এলাকার বর্ণনা :
  - (ক) নাম :
  - (খ) অবস্থান :
  - (গ) ঘরের সংখ্যা :
  - (ঘ) মোট লোক সংখ্যা :
- (৫) পরিচালনা সহায়ক সংগঠন (CBO)/..... সংস্থার বিবরণ :
  - (ক) সভাপতির নাম ও ঠিকানা :
  - (খ) সম্পাদকের নাম :
  - (গ) সমিতির সদস্য সংখ্যা :
- (৬) সংযোগের বিবরণ :
  - (ক) সংযোগ সাইজ :
  - (খ) কলের সংখ্যা :

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ..... বস্তি এলাকায় পানির লাইন সরবরাহ করা হইলে এনজিও/ CBO এর সহযোগিতায় সরবরাহ লাইন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ওয়াসার বিল পরিশোধের জন্য আমরা দায়ী থাকিব।

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

সীল :

ফরম-৪

(বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য)

চুক্তিনামা

বস্তিতে পানির সংযোগের চুক্তিপত্রের নমুনা

১ম পক্ষ

২য় পক্ষ

৩য় পক্ষ

সভাপতি

..... ব্যবস্থাপনা কমিটি

..... বস্তি

ওয়ার্ড নং-....., ঢাকা।

বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক

ঢাকা ওয়াসা

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,

কাওরান বাজার, ঢাকা।

নির্বাহী পরিচালক

(এনজিও/ CBO র নাম ও ঠিকানা)

ঢাকা ওয়াসা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ..... নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এবং ঢাকা ওয়াসার মডুস জোন-..... এর আওতাধীন নিম্নোবর্ণিত বস্তির ওয়াসার পানি সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিল :

দায়িত্বসমূহ :

১. পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব :

- ওয়াটার পয়েন্টের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং নষ্ট হইলে নিজেদের খরচে ঠিক করিবেন।
- পানি বিল নিয়মিত পরিশোধ করিবেন, কোন অবস্থাতেই বিল বকেয়া রাখা যাইবে না এবং পর পর ৩ মাস বিল বকেয়া থাকলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।
- কোন অবস্থাতেই সদস্যদের নিকট থেকে বিলের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা যাইবে না।
- মাসিক বৈঠক বা সভা অনুষ্ঠান এবং সভার সিদ্ধান্ত অন্য পক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- কমিটি নিজ দায়িত্বে হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিবেন।
- এক বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করিবেন।

২. ঢাকা ওয়াসার দায়িত্ব :

- নিয়মিত বিল তৈরী এবং প্রদান করিবেন।
- কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করিবেন।
- প্রয়োজনে সময় সময় সমন্বয় সভা করিবেন।

৩. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা স্থানীয় সহায়ক সংগঠকের দায়িত্ব :

- ওয়াসার বিল পরিশোধ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন।
- বিভিন্ন কারিগরী সহায়তা প্রদান করিবেন।
- পানি সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করার উদ্যোগ নিবেন।
- নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং ওয়াসাকে অবহিত করিবেন।

উল্লেখিত শর্তাবলী পালনে কোন সমস্যা কিংবা সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিন পক্ষ একত্রে বসিয়া সমাধান করিবেন। উপরোক্ত শর্তাবলী মানিয়া নিয়া আমরা তিন পক্ষ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সুস্থ মস্তিষ্কে ও স্বেচ্ছায় এই চুক্তিনামায় দস্তখত করিলাম।

স্বাক্ষীগণ

স্বাক্ষর

১.

২.

৩.

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(সৈয়দা সাহানা বারী)  
উপ-সচিব (পাস-২)  
স্থানীয় সরকার বিভাগ।